রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ১৪, ২০১৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ৩০ কার্তিক, ১৪২৫/১৪ নভেম্বর, ২০১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ৩০ কার্তিক, ১৪২৫ মোতাবেক ১৪ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৮ সনের ৫৮ নং আইন

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন**।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (ড) বিলুপ্ত হইবে।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(২ক) "উৎসব ভাতা" অর্থ কোনো কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদেরকে তাহাদের স্ব স্ব ধর্মীয় উৎসবের প্রাক্কালে প্রদেয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত উৎসব ভাতা;";

(খ) দফা (১০) এ উল্লিখিত ", ইহা এই আইনের অধীনে শ্রমিকের বিভিন্নভাবে চাকুরীর অবসানজনিত কারণে মালিক কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরণ বা নোটিশের পরিবর্তে প্রদেয় মজুরী বা ভাতার অতিরিক্ত হইবে" কমা ও শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (৩৪) এ উল্লিখিত "মজুরীসহ ছুটি" শব্দগুলির পর "অন্যান্য সুবিধা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(ঘ) দফা (৩৫ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৩৫ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৩৫ক) 'প্রাথমিক চিকিৎসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত' অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যাহার প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে রেজিস্টার্ড চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত অভিজ্ঞতার প্রত্যয়ন পত্র রহিয়াছে;";

(ঙ) দফা (৪৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৪৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৪৭) "মহাপরিদর্শক", "অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক", "যুগ্ম মহাপরিদর্শক", "উপ-মহাপরিদর্শক", "সহকারী মহাপরিদর্শক" এবং "শ্রম পরিদর্শক" অর্থ বিংশ অধ্যায়ের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;";

(চ) দফা (৪৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৪৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৪৮) "মহাপরিচালক", "অতিরিক্ত মহাপরিচালক", "পরিচালক", "উপ-পরিচালক", "সহকারী পরিচালক" এবং "শ্রম কর্মকর্তা" অর্থ বিংশ অধ্যায়ের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;";

(ছ) দফা (৬১) এর উপ-দফা (ভ) এ উল্লিখিত "সমুদ্রবাহী" শব্দটির পরিবর্তে "সমুদ্রগামী" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৭ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (৩ক) এ উল্লিখিত "চাকুরী হইতে অব্যাহতি গ্রহণ করিয়াছেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "চাকুরি হইতে ইস্তফা দিয়াছেন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (৩) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় যাহা কিছু থাকুক না কেন, চা-শিল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তাহাদের জন্য বিদ্যমান অবসর সুবিধাসহ প্রচলিত অন্যান্য সুবিধাদি প্রযোজ্য হইবে।"।

৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯ এ উল্লিখিত "অপসারণ বা চাকুরীর অবসান হওয়ার" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপসারণ, চাকুরির অবসান হওয়া বা মৃত্যুজনিত" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৪ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"৪৪। **কতিপয় ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শ্রমিক নিয়োগে বিধি-নিষেধ।**— কোনো প্রতিবন্ধী শ্রমিককে বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে অথবা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা যাইবে না।"।

৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (৪) এর—

(ক) দফা (খ) এর পর উল্লিখিত "অথবা" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(খ) দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত কোলনের পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর "অথবা" শব্দটি এবং নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(ঘ) কোনো মহিলা শ্রমিক মালিককে নোটিশ দেওয়ার পূর্বেই যদি সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন তাহা হইলে সন্তান প্রসবের প্রমাণ পেশ করিবার পরবর্তী ৩ (তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে উক্ত সম্পূর্ণ সময়ের জন্য প্রদেয় প্রসূতি কল্যাণ সুবিধাসহ প্রসব পরবর্তী আট সপ্তাহ পর্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবেন:";

(গ) শর্তাংশের প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ আরো একটি শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"আরো শর্ত থাকে যে, প্রসূতি কল্যাণ ছুটিতে যাইবার নির্ধারিত তারিখের পূর্বে কোনো মহিলা শ্রমিকের গর্ভপাত ঘটিলে তিনি কোনো প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পাইবেন না, তবে স্বাস্থ্যগত কারণে ছুটির প্রয়োজন হইলে তিনি তাহা ভোগ করিতে পারিবেন।"।

৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৪৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "আইনের" শব্দটির পরিবর্তে "অধ্যায়ের" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৯৩ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৯৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৯৩। **খাবার কক্ষ, ইত্যাদি।**—(১) সাধারণত ২৫ (পঁচিশ) জনের অধিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকেন এইরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে আনীত খাবার খাইতে এবং বিশ্রাম করিতে পারেন সেই জন্য পান করিবার পানির ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত খাবার কক্ষের ব্যবস্থাকরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯২ এর অধীন সংরক্ষিত কোনো ক্যান্টিন এই উপ-ধারার অধীন প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থার অংশ বলিয়া গণ্য হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, যে প্রতিষ্ঠানে কোনো খাবার কক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে সেইখানে শ্রমিকগণ তাহার কর্ম-কক্ষে বসিয়া কোনো খাবার খাইতে পারিবেন না।

(২) খাবার কক্ষ যথেষ্ঠভাবে আলোকিত এবং বায়ু চলাচলের সুবিধাসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সহনীয় তাপমাত্রায় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।"।

১১। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৯৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯৯ এর উপধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ২৩২ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টর অথবা শতভাগ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগকারী শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরসহ অন্যান্য শিল্প সেক্টরে সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয় তহবিল স্থাপিত হইলে উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য গ্রুপ বীমা করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং এইরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিকের গ্রুপ বীমার সমপরিমাণ অর্থ উক্ত তহবিল হইতে প্রদান করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কেন্দ্রীয় তহবিলের শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ অর্থ গ্রুপ বীমার পরিবর্তে প্রদানের নিমিত্ত এবং অবশিষ্ট শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ অর্থ শ্রমিকের কল্যাণে ব্যবহৃত হইবে।"।

১২। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১০৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০৩ এর—

(ক) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ক) প্রতি সপ্তাহে কারখানা ও শিল্পের ক্ষেত্রে একদিন এবং দোকান ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেড় দিন ছুটি পাইবেন;"।

(খ) দফা (খ) এ উল্লিখিত "এবং উক্তরূপ কোন ছুটির জন্য তাহার মজুরী হইতে কোন কর্তন চলিবে না' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৩। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১০৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০৪ এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, শ্রমিকগণ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি বা অংশগ্রহণকারী কমিটির সহিত আলোচনা সাপেক্ষে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করিয়া পরে উক্ত সাপ্তাহিক ছুটি উৎসব-ছুটির সঙ্গে যোগ করিয়া ভোগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ছুটির দিনের কাজের জন্য কোনো অধিকাল ভাতা প্রদেয় হইবে না।"।

১৪। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১০৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০৫ এ উল্লিখিত "বিরতিসহ" শব্দটির পরিবর্তে "বিরতি ব্যতীত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং "সাধারণভাবে" শব্দটির পর "অথবা কোনো সেক্টরভিত্তিক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১০৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০৮ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২) ঠিকা-হার (পিস রেট) ভিত্তিতে মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিকগণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।"।

১৬। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১১৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১১৭ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "অপ্রাপ্ত বয়স্ক" শব্দটির পরিবর্তে "কিশোর" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১১৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১১৮ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) কোনো শ্রমিককে কোনো উৎসব-ছুটির দিনে কাজ করিতে বলা যাইতে পারিবে, তবে ইহার জন্য তাহাকে এক দিনের বিকল্প ছুটি এবং দুই দিনের ক্ষতিপূরণমূলক মজুরি প্রদান করিতে হইবে।"।

১৮। ২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৩১ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৩১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৩১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৩১। **মৃত বা নিখোঁজ শ্রমিকের অপরিশোধিত মজুরি পরিশোধ।**—(১) এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কোনো শ্রমিককে মজুরি হিসাবে প্রদেয় সকল অর্থ তাহার মৃত্যুজনিত কারণে অথবা তাহার কোনো খোঁজ না পাওয়ার কারণে যদি পরিশোধ করা না যায়, তাহা হইলে—

(ক) বিধি অনুযায়ী এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা মৃত শ্রমিকের আইনগত উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণকে তাহা প্রদান করা হইবে; বা

(খ) উক্তরূপ কোনো মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারী না থাকিলে অথবা পরবর্তী ১২ (বারো) মাসের মধ্যে কোনো কারণে উক্তরূপ কোনো মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীকে উহা প্রদান করা সম্ভব না হইলে প্রদেয় অর্থ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের 'শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' এ জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) 'শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল' এ অর্থ জমা প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ১০ (দশ) বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মনোনীত ব্যক্তি বা উত্তরাধিকারীর খোঁজ না পাওয়া গেলে জমাকৃত অর্থ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে।"।

১৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৩২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৩২ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "খেলাপ" শব্দটির পর "করিয়া" শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে।

২০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৫১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৫১ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে,যথা:—

"(খ) যে ক্ষেত্রে যখমের ফলে স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতা ঘটে সেই ক্ষেত্রে পঞ্চম তফসিলের তৃতীয় কলামে যে অর্থ উল্লেখ করা হইয়াছে সেই অর্থ;"।

২১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৭৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উপ-দফা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩) ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তাগণের নাম, পিতা ও মাতার নাম, বয়স, ঠিকানা, পেশা এবং ইউনিয়নে তাহাদের পদ এবং অনানুষ্ঠানিক সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ছবিসহ প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র বা জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ,";

(খ) উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে।

২২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৭৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৭৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(গ) কোনো শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার পদ্ধতি এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে সদস্যপদ গ্রহণের ঘোষণা;"

(আ) দফা (ঘ) এর প্রান্তস্থিত সেমিকোলনের পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, ইউনিয়নের চাঁদা ব্যতিরেকে দেশি বা বিদেশি অন্য কোনো উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্রে তাহা সরকারকে অবহিত করিতে হইবে;"

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ত্রিশভাগ" শব্দটির পরিবর্তে "বিশভাগ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "শ্রম পরিচালক" শব্দটির পরিবর্তে "মহাপরিচালক" শব্দটি এবং "ষাট" শব্দটির পরিবর্তে "পঞ্চান্ন" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "শ্রম পরিচালক" শব্দটির পরিবর্তে "মহাপরিচালক" শব্দটি এবং প্রথমোক্ত "পনর" শব্দটির পরিবর্তে "বারো" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং "দিবে" শব্দটির পর ", তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষের জবাব পাওয়া না গেলে আবেদনটি নথিজাতকরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাইবে" কমা ও শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

(গ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "ষাট" শব্দটির পরিবর্তে "পঞ্চান্ন" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

(ঘ) উপ-ধারা (৬) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৭) সংশোধিত হইবে, যথাঃ—

"(৭) রেজিস্ট্রেশনের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য সরকার এই ধারার বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মানসম্পন্ন পরিচালনা পদ্ধতি (Standard Operating Procedure) প্রণয়ন করিবে।"।

২৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮৪ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৮৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"১৮৪। **বেসামরিক বিমান পরিবহন প্রতিষ্ঠানে বিশেষায়িত পেশার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন।**—এই অধ্যায়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বেসামরিক বিমান পরিবহনের ক্ষেত্রে পাইলট, প্রকৌশলী ও কেবিন ক্রু পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ স্বীকৃত স্ব-স্ব আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত সম্বন্ধীকরণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিতে পারিবেন।"

২৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৮৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৮৮ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(২) মহাপরিচালক উক্তরূপ কোনো সংশোধন বা পরিবর্তন রেজিস্ট্রি করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন যদি উহা এই অধ্যায়ের কোনো বিধানের খেলাপ করিয়া করা হয়।"

২৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৯০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯০ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(ক) রেজিস্ট্রি বাতিলের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দরখাস্ত করে;";

(খ) দফা (ঘ) বিলুপ্ত হইবে।

২৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৯৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯৫ এর বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(২) অসৎ শ্রম আচরণ বিষয়ক তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার এই ধারার বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মানসম্পন্ন পরিচালনা পদ্ধতি (Standard Operating Procedure) প্রণয়ন করিবে।"।

২৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৯৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর—

(অ) দফা (ঘ) এ উল্লিখিত "শক্তি" শব্দটির পরিবর্তে "বিদ্যুৎ, গ্যাস" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) দফা (ঙ) এ উল্লিখিত "ধর্মঘট" শব্দটির পরিবর্তে "ধর্মঘটে অংশগ্রহণ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(৪) অসৎ শ্রম আচরণ বিষয়ক তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার এই ধারার বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মানসম্পন্ন পরিচালনা পদ্ধতি (Standard Operating Procedure) প্রণয়ন করিবে।"।

২৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ১৯৬ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৯৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"**১৯৬ক। এন্টি-ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন।**—(১) শ্রমিক কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়ন প্রক্রিয়া চলাকালে অথবা রেজিস্ট্রেশন দরখাস্ত অনিষ্পন্ন থাকাকালে অথবা রেজিস্ট্রেশনের পরে মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকুরির শর্তাবলি লঙ্ঘন এবং কর্মস্থলে প্রতিশোধমূলক (retaliation) কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিলে ইহা উক্ত মালিকের পক্ষে এন্টি-ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন হইবে।

(২) এন্টি-ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন বিষয়ক তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকার এই ধারার বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মানসম্পন্ন পরিচালনা পদ্ধতি (Standard Operating Procedure) প্রণয়ন করিবে।"।

৩০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০২ এর—

(ক) উপ-ধারা (২২) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২৪) এর দফা (ঙ) এ উল্লিখিত "পক্ষে" শব্দটির পর "তাহাদের অনুমতি সাপেক্ষে" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

৩১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২০৪ এর উপ-ধারা (১) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, সিবিএ বহির্ভূত ইউনিয়নের সদস্যরা রসিদের মাধ্যমে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।"।

৩২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২০৫ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২০৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (৪) ও (৫) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৬) যে প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠিত হইবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক প্রতিনিধিগণ উহাতে কর্মরত শ্রমিকগণের মধ্য হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নির্বাচিত হইবেন।"।

(গ) উপ-ধারা (১১) এর পর নিম্নরূপ নূতন দুইটি উপ-ধারা (১২) ও (১৩) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(১২) কোনো প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনের প্রয়োজন হইবে না।

(১৩) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে অংশগ্রহণকারী কমিটির প্রত্যয়নপত্র এবং অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজের অবিকল নকল সংগ্রহ করা যাইবে।"।

৩৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২১১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২১১ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "দুই-তৃতীয়াংশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "৫১ শতাংশ" সংখ্যা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২১৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২১৬ এর উপ-ধারা (১২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১২) ও (১৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১২) শ্রম আদালতের রায়, সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ, প্রত্যেক ক্ষেত্রে মামলা দায়ের করিবার তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে।

(১৩) উপ-ধারা (১২) এর বিধান সত্ত্বেও, ৬০ (ষাট) দিনের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রায়, সিদ্ধান্ত বা রোয়েদাদ প্রদান করা সম্ভব না হইলে, উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া আদালত উক্ত সময়সীমা আরো ৯০ (নব্বই) দিন বর্ধিত করিতে পারিবে।"।

৩৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২১৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২১৮ এর উপ-ধারা (১১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১১) ও (১১ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১১) ট্রাইব্যুনালের রায় আপিল দায়ের করিবার ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে প্রদান করা হইবে।

(১১ক) উপ-ধারা (১১) এর বিধান সত্ত্বেও, ৬০ (ষাট) দিনের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে রায় প্রদান করা সম্ভব না হইলে, উপযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ট্রাইব্যুনাল পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে রায় প্রদান করিতে পারিবে।"।

৩৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২২৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২২৯ উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে।

৩৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৬৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৬৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (৬) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো যৌথ দর কষাকষি প্রতিনিধি থাকিবে না সেই ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী কমিটি কর্তৃক শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনীত হইবেন।"।

(খ) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত "নাই, সে ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের প্রতিনিধি শ্রম পরিচালকের" শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "বা অংশগ্রহণকারী কমিটি নাই, সে ক্ষেত্রে শ্রমিকগণের প্রতিনিধি মহাপরিচালকের" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৮৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৮৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে" শব্দগুলির পরিবর্তে "বিধান অনুযায়ী কোনো মহিলা শ্রমিককে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিলে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৯১ এর—

(ক) শিরোনাম এবং উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ শিরোনাম এবং উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**২৯১। অসৎ শ্রম আচরণ বা এন্টি-ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনের দণ্ড**।—(১) কোনো ব্যক্তি ধারা **১৯৫** বা **১৯৬ক** এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে, অথবা দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "এক বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "ছয় মাস" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "দুই বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "এক বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এক বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "ছয় মাস" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "এক বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "ছয় মাস" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪১। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯৫ এ উল্লিখিত "এক বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "ছয় মাস" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪২। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯৬ এ উল্লিখিত "এক বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "ছয় মাস" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৩। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ২৯৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৯৯ এ উল্লিখিত "ছয় মাস" শব্দগুলির পরিবর্তে "তিন মাস" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৪। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩০০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০০ এ উল্লিখিত "ছয় মাস" শব্দগুলির পরিবর্তে "এক মাস" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৫। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩০১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩০১ এ উল্লিখিত "ছয় মাস" শব্দগুলির পরিবর্তে "তিন মাস" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৬। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের ধারা ৩১৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১৭ এর উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ) তে উল্লিখিত "আচরণের জন্য" শব্দগুলির পর "বা এন্টি-ট্রেড ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশনের জন্য" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৭। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের নূতন ধারা ৩৪৮ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৩৪৮ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৩৪৮ ক। ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন।—(১) আইন, নীতি বা শ্রম সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকার 'ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ' নামে একটি পরিষদ গঠন করিতে পারিবে।

(২) পরিষদের গঠন এবং উহার কার্যপরিধি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।"।

৪৮। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের চতুর্থ তপশিল সংশোধন।**—উক্ত আইনের চতুর্থ তপশিলের ক্রমিক ৩ এ উল্লিখিত 'ব্যক্তি' শব্দটির পর 'নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে' শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

৪৯। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের পঞ্চম তপশিল সংশোধন।**—উক্ত আইনের পঞ্চম তপশিলের দ্বিতীয় কলামে উল্লিখিত "১,০০,০০০" এবং তৃতীয় কলামে উল্লিখিত "১,২৫,০০০" সংখ্যাগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "২,০০,০০০" এবং "২,৫০,০০০" সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫০। **২০০৬ সনের ৪২ নং আইনের কতিপয় ধারার সংশোধন।**—উক্ত আইনের সর্বত্র, এই আইনে সংশোধনের দ্বারা ভিন্নরূপ কিছু করা না হইলে,—

(ক) "প্রধান পরিদর্শক", "উপ-প্রধান পরিদর্শক", "সহকারী প্রধান পরিদর্শক", "পরিদর্শক" ও "সহকারী পরিদর্শক" শব্দগুলির পরিবর্তে, ক্ষেত্রমত, "মহাপরিদর্শক", "অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক", "যুগ্ম মহাপরিদর্শক", "উপ মহাপরিদর্শক", "সহকারী মহাপরিদর্শক" ও "শ্রম পরিদর্শক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "শ্রম পরিচালক", "অতিরিক্ত শ্রম পরিচালক", "যুগ্ম শ্রম পরিচালক", "উপ-শ্রম পরিচালক", "সহকারী শ্রম পরিচালক" ও শ্রম কর্মকর্তা শব্দগুলির পরিবর্তে, ক্ষেত্রমত, "মহাপরিচালক", "অতিরিক্ত মহাপরিচালক", "পরিচালক", "উপ-পরিচালক", "সহকারী পরিচালক" ও "শ্রম কর্মকর্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd